সংবাদ

29 MAY 2017

প্রধান শিক্ষকের চলতি দায়িত্ব পেয়ে বিপাকে সহকারী শিক্ষকরা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

প্রধান শিক্ষকের চলতি দায়িত্ব পেয়ে বিপাকে পড়েছেন ঢাকার ৮৭ জন জ্যেষ্ঠ সহকারী শিক্ষকের অনেকেই। কারণ দীর্ঘদিন ধরে তারা যে স্কুলে শিক্ষকতা করে আসছিলেন সেসব স্কুল অথবা ওই এলাকার কাছাকাছি কোন স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে চলতি দায়িত্ব চেয়েছিলেন। কিন্তু বেশির ভাগ শিক্ষককে ঢাকার এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে দূরের স্কুলে পদায়ন করা হয়েছে। দনিয়ার এক শিক্ষককে প্রধান শিক্ষক পদে পদায়ন করা হয়েছে মিরপুরে। আরেক শিক্ষককে দনিয়া থেকে গুলশানে বদলি করা হয়েছে।'

গত ২৩ মে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপনে ঢাকা শহরের ৮৭ জন সহকারী প্রাথমিক শিক্ষককে প্রধান শিক্ষকের শূন্যপদে চলতি দায়িত্ব দেয়া হয়। তাদের ১ জুনের মধ্যে নতুন কর্মস্থলে যোগদান করতে বলা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে যোগদান না করলে তারা ৪ জুন থেকে স্ট্যান্ড রিলিজড বলে গণ্য হবেন। এজন্য অনেক শিক্ষক ওই আদেশ বাতিল করার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চেষ্টা-তদবির করছেন বলে জানা গেছে।

ফাতেমা খানম নামে এক শিক্ষক জানান **প্রধান : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৩**

প্রধান : শিক্ষকের

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

'আমি দনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলাম। কিন্তু আমাকে প্রধান শিক্ষককের চলতি দায়িত্ব দিয়ে গুলশানের বড়বাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান দুটি ঢাকা শহরের দুই প্রান্তে অবস্থিত।'

অন্য এক শিক্ষক বলেন, 'আমাকে মিরপুর এলাকায় একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আমার বাসা যাত্রাবাড়ী এলাকায়। আমি কিভাবে সকাল সাড়ে ৭টায় মিরপুর পৌছাব?'

এ ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষক অধিকার সুরক্ষা ফোরামের আহ্বায়ক সিদ্দিকুর রহমান বলেন, 'প্রায় ৯ বছর পদোন্নতি বন্ধ থাকায় ৮৭ জন শিক্ষকের বেশির ভাগেরই বয়স এখন ৫৫ বছরের বেশি। অনেকেই এবছর অবসর গ্রহণ করবেন। অথচ তাদের পদায়ন করা হয়েছে নিজ থানার বাইরে অনেক দূরের স্কুলে। এসব শিক্ষকের অধিকাংশ বয়স্ক নারী শিক্ষক। এছাড়াও যাতায়াত বাবদ প্রতিদিন ২০০-৩০০ টাকা খরচ করতে হবে। ফলে পদোন্নতি পাওয়ায় তাদের আর্থিক সুবিধা যতটুকু বেড়েছে, এখন এর চেয়ে বেশি ব্যয় হবে।'

প্রবীণ এই শিক্ষক নেতা জানান, ঢাকা শহরের বিদ্যালয়ের সময়সূচি সকাল সাড়ে ৭টা থেকে। এই সময়ের মধ্যে স্কুলে পৌছে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করা কঠিন হয়ে পড়বে।

যে ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে জ্যেষ্ঠ শিক্ষককের চলতি দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এলোমেলো পদায়নের কারণে তা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে সিদ্দিকুর রহমান বলেন, 'অবিলম্বে এ পদায়নে বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন শিক্ষকরা। এতে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা ধীরে ধীরে প্রাণহীন হয়ে পড়বে।'